ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 128 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৮ ● কলকাতা ● ২৯ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ১৩ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাজনৈতিক রং বদলে সক্রিয় দুষ্কৃতীরা, নিশানায় সাংবাদিক পরিবারের অস্তিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা

দীর্ঘ বছরের অভিযোগ, হুমকি, অত্যাচার, জমি দখলের চেষ্টা, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে দেওয়ার অভিযোগ— সব মিলিয়ে এক সাংবাদিক পরিবারের জীবন আজ চরম অনিশ্চয়তার মুখে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে একাধিক সমাজবিরোধী চক্র, যাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। রাজনৈতিক পালাবদল হলেও বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি এলাকার বহু মানুষের।

অভিযোগ, এক সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ করে আসছেন। সেই কারণেই তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর দীর্ঘদিন ধরে মানসিক, সামাজিক এবং শারীরিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে দাবি উঠেছে। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, একের পর এক হুমকি, এলাকা ছাড়া করার চেষ্টা, জমি দখলের ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে পরিকল্পিত হামলার আশঙ্কা পর্যন্ত তৈরি হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ, রাজনৈতিক রং বদলে কিছু দুষ্কৃতী নতুন শাসকদলের ছত্রছায়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, ভোটের ফল ঘোষণার পর হঠাৎ করেই বহু ব্যক্তি রাজনৈতিক পরিচয় বদলে নতুন ক্ষমতাসীন শিবিরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই সুযোগে এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। অভিযোগ উঠেছে, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিস্বার্থে এসব দুষ্কৃতীদের মদত দিচ্ছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের দাবি, অতীতেও একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাম আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের সময়েও একই পরিস্থিতি ছিল বলে অভিযোগ। বর্তমানে নতুন সরকার গঠনের পরও যদি নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের আস্থা আরও ভেঙে পড়বে

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 287

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এরকমই একদিন শূণ্যে দেখতে দেখতে তিনি আমাকে বললেন, "তোমার ভাণ্ড অনেক বড়। সেইজন্য শিববাবা নিজের শক্তি তোমার ভিতরে ঢেলেছেন, আর আমিও আমার শক্তিপুঞ্জ তোমার ভিতর ঢালছি। ধ্যান সাধনার জন্য এক জন্ম খুবই সামান্য। এর জন্য জন্ম জন্ম সাধনা করতে হয়।

ক্রমশঃ

হাটখোলা রোডে নিত্য যানজট,চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটার হাটখোলা রোডে ক্রমবর্ধমান যানজট এখন নিত্যদিনের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে পুরাতন দুধ বাজার থেকে মহাকালবাড়ি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় সকাল হতেই তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানবাহনের সারি।সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে মাছ বাজার সংলগ্ন এলাকায়,যেখানে রাস্তার দু'ধারে অস্থায়ী দোকান ও ব্যবসায়ীদের পসরা রাস্তার বড় অংশ দখল করে রাখছে।তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেপরোয়া পার্কিংয়ের সমস্যা।বাজারে আসা বহু মানুষ রাস্তার উপরেই বাইক, সাইকেল ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখায় চলাচল কার্যত ব্যাহত হচ্ছে।ফালাকাটা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। পাশাপাশি শতাব্দী প্রাচীন হাট, মহাকালবাড়ি মন্দির, মহাশ্মশান এবং একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকায় সকাল থেকেই এলাকায় ভিড় ও যানচাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে স্কুলপড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে সাধারণ পথচারী-সকলকেই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ আকার নেয়। রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার প্রবণতাই যানজটের মূল কারণ বলে তাঁদের দাবি। অনেকের মতে, এলাকায় নিয়মিত সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন ও কড়া নজরদারি চালানো হলে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও দাবি, দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে হাটখোলা রোডকে যানজটমুক্ত করতে প্রশাসন সক্রিয় হোক।

বিজয় মিছিল শেষে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন দুই বিজেপি সমর্থক

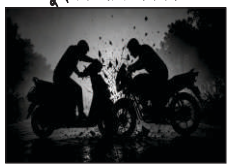

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই বিজেপি সমর্থক। মঙ্গলবার দুপুরে ফালাকাটা থানার অন্তর্গত খগেনহাট বাজার এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম নকুল রায় (৩৫) ও শুভ দাস (২৬) তাঁরা দু'জনেই ধনীরামপুর এলাকার দেওয়ালি গ্রামের বাসিন্দা। এদিন বিজেপির বিজয় মিছিল শেষে বাইক ও স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। খগেনহাট বাজারের কাছে একটি বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের গাছে সজোরে ধাক্কা মারে দুটি যানবাহন। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নকুল রায় ও শুভ দাসের। গুরুতর জখম হন মনি রায় নামে আরও এক যুবক। তাঁর একটি পা ভেঙে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফালাকাটা থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতি বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বিজয়ের আনন্দ মুহূর্তেই শোকে পরিণত হওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর বিষাদের আবহ।

মমতাকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের Z প্লাস নিরাপত্তায় যখন কাঁচি, ঠিক তখনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যাতে কোনও গাফিলতি না হয় সেই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।এখানে উল্লেখ্য, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এখানেই দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন তিনি। ২০১৬-র পর মমতার বাড়ির নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। পরে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তাটা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মেইন রোড থেকে ঢুকতে গেলেও গার্ডরেল পেরতে হত। ছাব্বিশের ভোটে পরাজয়ের ঠিক পরের দিনই তাঁর বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় সব নিরাপত্তা। শুধু তাই নয়, মমতার আরও অভিযোগ, তাঁর বাড়ির ইন্টারনেটের লাইনও কেটে নেওয়া হয়েছে।জানা যাচ্ছে, শুভেন্দু কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোনও রকম মমতার নিরাপত্তা নিয়ে সমঝোতা না করা হয়। কারণ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নয়। তিনি দীর্ঘদিন এ রাজ্যের শাসন ভার সামলেছেন। তিনি একজন বর্ষীয়ান নেত্রী। তাই তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যেন কোনও ত্রুটি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর সোমবার নবান্নে প্রথমবার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। তখনই

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

মমতাকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

উঠে আসে ভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি উঠে আসে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, একজন সাংসদ কীভাবে Z প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান? সাধারণত সাংসদরা জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান না। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তার আদৌ প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যাতে তেমনটা না করা হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(1ম পাতার পর)

রাজনৈতিক রং বদলে সক্রিয় দুষ্কৃতীরা, নিশানায় সাংবাদিক পরিবারের অস্তিত্ব

বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ।

পরিবারের অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে ফেলারও পরিকল্পনা চলেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন কণ্ঠরোধ করতে চক্রান্ত চলছে বলেও দাবি করা হয়েছে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সর্দারের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, "২২ বছরের লড়াই, মামলা, হামলা, হুমকি— সবকিছুর মধ্যেও তিনি সংবাদপত্র চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখন পরিকল্পিতভাবে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে।"

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী Suvendu Adhikari-র সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছে পরিবার। তাদের আবেদন— সাংবাদিক পরিবারের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, সরকারি সহায়তা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা হোক। পাশাপাশি যাদের বিরুদ্ধে হামলা, ভয়ভীতি ও জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

এলাকার সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, পরিবর্তনের আশায় মানুষ ভোট দিলেও যদি সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যই বাড়তে থাকে, তাহলে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠবে। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগগুলিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং সাংবাদিক পরিবারের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কী পদক্ষেপ নেয়।

রাজনীতির ঘুঁটি সাজাতে ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে বৈঠক! কী বললেন মমতা-অভিষেক?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১১ থেকে ২০২৬। বাংলার মসনদে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই দল এবার থেমেছে ৮০ আসনে। দলের বহু নেতা বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অভিষেক ব্যানার্জি, আই প্যাকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। যদিও মমতা ব্যানার্জি বার্তা দিচ্ছেন ঘুরে দাঁড়ানোর। বৈঠকে বসছেন পরপর। মঙ্গলবারেই ডিজিটাল যোদ্ধাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা-অভিষেক।

ইংরেজিতে মমতা যা লিখেছেন, তার অর্থ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, থাকতে হবে সাহসী, শক্তিশালী হয়ে। ভরসা রাখতে হবে। পরিস্থিতি ঘুরবেই। জয় আসবেই। মমতার লেখার অর্থ- নিজের মধ্যে বিশ্বাস থাকলে, কেউ ছুঁতেও পারবে না। নিজের ভিতরের শক্তিকে, ধরে রাখুন নিজের মধ্যেই। যাঁরা ভীরু-কাপুরুষ, তাঁরা আসলে তাই। কিন্তু প্রকৃত শক্তিশালী যাঁরা, তাঁরা আঘাতের সামনে দাঁড়ান হাসি মুখে। সঙ্গেই জীবন-মৃত্যুর আমোঘ সত্যের উল্লেখ করে মমতা লিখেছেন, দুনিয়ায় এসেছ একা,যেতেও হবে একা। ভাল কাজ থেকে যাবে সারাজীবন। শয়তানরা চিরস্থায়ী নয়। জয় আসবেই, ভরসা থাকুক।মাঠে-ময়দানের পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের কথা, বাংলার কথা তুলে ধরার জন্য 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' তৈরি করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, মঙ্গলের বৈঠকে, পুরনো আইটি সেল ভেঙে, গড়া হয়েছে কোর কমিটি। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাঁচ জনকে। তালিকায় দেবাংশু ভট্টাচার্য, উপাসনা চৌধুরী, নবারুণ ভট্টাচার্য-সহ পাঁচ জন।

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে

এরপর ৪ পাতায়

সুড়ঙ্গে লক্ষাধিক টাকার আসবাব, ছাদেই ছাগল চাষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেরোনোর পর গত ৭ মে শিবপুরের চওড়া বস্তিতে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার হাওড়া জেলা সভাপতি সিকান্দার খানের বাড়িতে ও পাড়ায় বোমাবাজি ও গুলি চালনার অভিযোগ উঠেছিল। মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত সেই ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও মূল অভিযুক্ত শামিম আহমেদ ওরফে বরেকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।বিজেপি নেতার কথায়, শুধু শিবপুরে নয়, শামিম আহমেদের ওড়িশা-সহ বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ফ্ল্যাট রয়েছে। এতদিন তৃণমূলে থেকে তৃণমূলের এক নেতার ছত্রছায়ায় এসব করেছে। কিন্তু এখন রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আর ওসব করে পার পাবে না বলেই হুঁশিয়ারি সিকান্দার খানের। প্রসঙ্গত, এলাকায় কার্যত দুষ্কৃতী বলে পরিচিত শামিম আহমেদকে রাজ্যের তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী, সাংসদদের সঙ্গে ছবিতে দেখা যাচ্ছে। সেইসব ছবি এখন সামনে আসছে।মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত পলাতক বরে। তবে গত বৃহস্পতিবার ঘটনার পরই শুক্রবার শিবপুরের শীল বস্তিতে শামিমের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাজ্জব বনে যান পুলিশ আধিকারিকরা। শামিমের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ও কয়েক লক্ষ টাকার আসবাব দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান হাওড়া সিটি পুলিশের কর্তারা। এমনকী বাড়ির মধ্যে সুড়ঙ্গের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলেও দাবি।

বিলাশবহুল ফ্ল্যাটের ভিতর পুলিশের তল্লাশির সময়কার সেই ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। শামিম আহমেদ ওরফে বরে হাওড়া পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ওয়ার্ড

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

কাজ করলে শিরদাঁড়া বাঁকাতে হয় না, আপনারা তো আইএএস অফিসার', বার্তা নতুন মুখ্যসচিবের

নবান্নর অন্দরে 'রাজনৈতিক দাসত্ব' ঝেড়ে ফেলে পেশাদারিত্ব ফেরাতে এবার আসরে নামলেন খোদ রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল । মঙ্গলবার সব দফতরের সচিবদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম বৈঠকেই ১৯৯০ ব্যাচের এই আইএএস আধিকারিক স্পষ্ট করে দিলেন, নতুন জমানায় কাজ হবে কেবল নিয়মের ভিত্তিতে।প্রসঙ্গত, বিধানসভা ভোট চলাকালীন মনোজ আগরওয়াল ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক । সেই সময় থেকেই নবান্নের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, ক্ষমতার পরিবর্তন হলে মনোজ আগরওয়াল এবং সুব্রত গুপ্তর মতো পোড়খাওয়া আমলারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ফিরতে পারেন। তার কারণ, এই দু'জনের তত্ত্বাবধানের কারণেই এত বছর পর সুস্থ ভোট দেখেছে বাংলা। সেই পূর্বাভাসই মিলে গেল। শনিবারই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা হয়। আর সোমবার মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পান মনোজ।

সকাল ১০:১৫-তেই হাজিরা বাধ্যতামূলক, ৫:১৫-এর আগে বেরোনো নিষেধ! সরকারি কর্মীদের জন্যে জারি বিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের প্রশাসনে ঢিলেমি আর নয়—এই বার্তাই স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি কর্মীদের সকাল ১০টা ১৫-র মধ্যে দপ্তরে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক এবং বিকেল ৫টা ১৫-র আগে অফিস ত্যাগ করা যাবে না। কর্মসংস্কৃতিতে শৃঙ্খলা ফেরাতে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে জারি হওয়া এই বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে জোর আলোড়ন তুলেছে।

মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারির সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রতিটি দপ্তরের কাজ যাতে নিরবচ্ছিন্ন ও সময়মতো সম্পন্ন হয়, তার জন্যই এই নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে—মাঝে অকারণে দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বা সময়ের আগেই কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার প্রবণতা আর বরদাস্ত করা হবে না।

গত কয়েক বছরে রাজ্যের সরকারি দপ্তরে কাজের ধরনে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা

এরপর ৬ পাতায়

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

সবকিছু মায়ের আশীর্বাদ, বহু প্রাচীন কাল হইতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিরা ধরিত্রী কে মাতৃরূপে পূজা করে এসেছে।পৃথিবী কে তারা মারুপের স্থান দিয়েছে বহু কাল হইতে,মা যেমন একটি সন্তানকে ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করে বড় করে তাই আমরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পদ মানব । তেমনই পৃথিবীর সমস্ত জীব কে সৃষ্টি করে তার ধরিত্রীর বুকে লালন পালন করছে, আমাদের মতন সমস্ত প্রাণী ও জীবকুলকে।যে যা বলে বলুক না কেন ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবানের সৃষ্টি,তাই ভক্তিভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

রাজনীতির ঘুঁটি সাজাতে ডিজিটাল যোদ্ধাদের সঙ্গে বৈঠক! কী বললেন মমতা-অভিষেক?

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন, যাঁরা লড়াই করবেন, দলের হয়ে। দল পাশে থাকবে তাঁদের। পাশে থাকবে আইনি ভাবেও।

ভোটে হেরেছেন। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ২৬-এর বিধানসভা ভোটে নিজের কেন্দ্রেও জিততে পারেননি। ভরাডুবি হয়েছে তাঁর মা-মাটি-মানুষের 'তৃণমূল'-এর। তৃণমূল স্তরেও দল হেরেছে নির্মম ভাবে। তারপর থেকেই তৃণমূলের বহু নেতারাও আবার দল নিয়ে, আই-প্যাক এবং অভিষেকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যদিও দলনেত্রী সাফ বার্তা দিয়েছেন, 'রাস্তাই রাস্তা দেখাবে'। সকল বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে একজোট হওয়ার ডাকও দিয়েছেন। পরপর বৈঠকেও বসছেন মমতা-অভিষেক।

এসবের মাঝেই, মঙ্গলে সামনে এল মমতা ব্যানার্জির লেখা একটি কবিতা। এর আগেও বিপুল লেখালিখি করেছেন তিনি। বই বেরিয়েছে। সেই বই নিয়ে নিজে আলোচনাও করেছেন একাধিকবার। তবে ভোটে হারার পর, এই প্রথম প্রকাশ্যে এল তাঁর লেখা।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ঘুরে দাঁড়ানোর যে বার্তা দলনেত্রী দিচ্ছেন, সেকথাই কবিতার আকারে আরও একবার সামনে আনলেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মনে বিশ্বাস জাগাতে, ভরসা জাগাতে চাইলেন কয়েক লাইনের মাধ্যমেই।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তুলনামূলক পৃথিবী থেকে ৯৫% গুন অধিক চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন । সূর্য পরিক্রমা করতে ২৯ বছর লাগে । তবে আমরা জানি শনি' নবগ্রহের একটি অন্যতম গ্রহ, শনি গ্রহকে গ্রহরাজ-ও বলা হয়ে থাকে। শনিদেব সনাতন ধর্ম মতে একজন দেবতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কালীঘাটে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মমতা, থাকতে হবে সব জেলার নেতাদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল হয়েছে। আর তারপরই বিরোধী আসনে বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অনেক নেতারাই এখন বিদ্রোহী। নানা বিষয় মুখ খুলে দলকে বিঁধছেন। তার উপর তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর ভোট পরবর্তী হিংসা নেমে আসছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই আবহে কালীঘাটের বাড়িতে জরুরি বৈঠক ডাকলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন বিশেষ একটি বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ভয় না পেয়ে বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধী দল যারা আছে তাদেরকে এক হওয়ার ডাক দিচ্ছি। জোট বাঁধুন। যৌথ মঞ্চ তৈরি হবে। আমার ইগো নেই। বিজেপিকে রুখতে হলে বামেদেরও ডাক দিচ্ছি। বাংলাতেও জোট বাঁধি। যদি কেউ কথা বলতে চান তাহলে কথা বলতে পারেন। এখন প্রথম রাজনৈতিক শত্রু বিজেপি। বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে। মানুষের মঙ্গল হোক। যারা ইচ্ছা হবে তারা একত্রিত হবে। রাস্তাই রাস্তা দেখাবে। বাংলায় যে সন্ত্রাস চলছে তার নিন্দা করছি। পুলিশ নিশ্চুপ। ২০১১ সালের পর কোনও অত্যাচার করতে দিইনি। কর্মীদের ওপর সন্ত্রাস চলছে।' এবার জেলার নেতাদের কী বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাই দেখার।এবার জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠক হতে পারে বলে সূত্রের খবর। আর আজ, মঙ্গলবার ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তৃণমূলের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত শুনানির আবেদন মঞ্জুর করেছে।

এদিকে আগামী শুক্রবার এই বৈঠক ডেকেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, শুক্রবার কালীঘাটে জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠক করবেন দলনেত্রী। দলের জেলা সভাপতি বা বিশেষ পদে থাকা নেতাদের এই নিয়ে ইতিমধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হবে তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু খোলসা করা হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনের পর বিরোধী আসনে বসে জেলায় জেলায় কীভাবে আবার সংগঠনকে শক্তিশালী করা যায় তা নিয়েই বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকী জেলার নেতাদের বিশেষ বার্তা দিতে পারেন তৃণমূলনেত্রী বলেও মনে করছেন অনেকে।

অন্যদিকে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে তৃণমূল যে মামলা করেছে তাতে রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রায় ২ হাজার তৃণমূল সমর্থক শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। অন্তত ৩৬৫টি তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুর বা ভস্মীভূত করা হয়েছে। বহু কর্মী-সমর্থক প্রাণের ভয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং শান্তি স্থাপন করতে আদালত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক। কেন্দ্রীয় বা কোনও নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এই হিংসার ঘটনার তদন্ত করা হোক। এই আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর জরুরি বৈঠক ডাকা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

SIR-এর জন্যই হেরেছে দল! কল্যাণের অভিযোগে কী রায় সুপ্রিম কোর্টের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-কে ঘিরে ফের বড় বিতর্ক তৈরি হল। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে বা এখনও আবেদন ঝুলে রয়েছে। আর তার প্রভাব পড়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলেও। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই দাবি তুলে সরব হন তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে SIR মামলার শুনানি চলছিল। সেই সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে (Supreme Court) বলেন, অনেক আসনে বিজেপির জয়ের ব্যবধান বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যার থেকেও কম। তিনি আদালতকে মনে করিয়ে দেন, এর আগে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেছিলেন কোনও কেন্দ্রে জয়ের মার্জিন যদি বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যার থেকে কম হয়, তাহলে সেই ফল আদালত খতিয়ে দেখতে পারে।

এর পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে তৃণমূলের আইনজীবীকে ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন বা IA জমা দেওয়ার কথা বলে। অর্থাৎ, চলতি মামলার মধ্যেই এই বিষয় নিয়ে আলাদা অন্তর্বর্তী আবেদন জানাতে পারে তৃণমূল। এদিকে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী শেষাদ্রি নাইডু বলেন, তৃণমূল চাইলে নির্বাচন নিয়ে আলাদা মামলা করতে পারে। তবে শুধু SIR নিয়ে পৃথক আবেদন করার বিষয়ে তিনি আপত্তি জানান। যদিও আদালত জানায়, নির্বাচনের ফলে SIR-এর প্রভাব খতিয়ে দেখতে আলাদা আবেদন করা যেতে পারে।

শুনানিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, বিজেপি ও তৃণমূলের মোট ভোটের ব্যবধান প্রায় ৩২ লাখ। অথচ ট্রাইব্যুনালে এখনও প্রায় ৩৫ লাখ ভোটারের আবেদন বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে। একটি কেন্দ্রের উদাহরণও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, সেখানে বিজেপি প্রার্থী ৮৬২ ভোটে জিতেছেন। অথচ SIR-এর ফলে ওই কেন্দ্রে ৫৪৩২ জনের নাম বাদ গিয়েছে।

তৃণমূলের আর এক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী আদালতে (Supreme Court) বলেন, ট্রাইব্যুনালে যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে সব আবেদন শেষ হতে প্রায় চার বছর সময় লাগতে পারে। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান, ট্রাইব্যুনালের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়টি আদালত বিবেচনা করে দেখবে।

ভারতের মজুত আছে ৬৯ দিনের অপরিশোধিত তেল ও ৪৫ দিনের এলপিজি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইরান যুদ্ধের জেরে গোটা বিশ্বেই জ্বালানি সংকট দেখা হয়েছে। এই সংকট এশিয়ার দেশগুলোতে আরও বেশি প্রভাব ফেলেছে। কেননা, যুদ্ধের জেরে ইরান কর্তৃক বন্ধ করা হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত তেল-গ্যাসের সিংহভাগই এশিয়ার বাজারে আসে।

এই পরিস্থিতিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ ভারতে কত দিনের অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি রয়েছে তা জানিয়েছে দেশটির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী।

ভারতের পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী দেশের জনগণকে আশ্বাস্ত করে বলেছেন, জ্বালানি সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই।

পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরুর পর থেকেই বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংযমী হওয়ার বার্তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি অদূর ভবিষ্যতে দেশে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দেবে?

সেই 'বিভ্রান্তি' দূর করতে সোমবার সরকারের পক্ষ থেকে দেশের জ্বালানি মজুত রাখার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে।

মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যে দেশে এলপিজি উৎপাদনে জোর দিয়েছে সরকার। বর্তমানে দৈনিক ৫৪ হাজার টন এলপিজি উৎপাদন হচ্ছে ভারতে।

তিনি আরও বলেন, ''এলপিজি সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই। দেশে ৬৯ দিনের অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি আর ৪৫ দিনের মতো এলপিজি মজুত রয়েছে।''

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তায় অযথা আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বলেও জানান হরদীপ।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, সেটাকে সতর্কবার্তা হিসেবে গণ্য করা উচিত। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের কারণে তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ কমানোর 'পদক্ষেপ' নিয়ে ভাবতে শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সোমবার কর্মকর্তারা জানান, ভারতের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের প্রভাব ভারতের উপর যাতে কম পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

(৩ পাতার পর)

সুড়ঙ্গে লক্ষাধিক টাকার আসবাব, ছাদেই ছাগল চাষ

প্রেসিডেন্ট হয়ে কীভাবে বিপুল সম্পত্তির মালিক হল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন শামিম আহমেদের স্ত্রী শামিমা বানো ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত হাওড়া পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি কাউন্সিলর থাকার সময়তেই শামিমার স্বামী শামিম আহমেদ বিপুল পরিমাণে সম্পত্তি করেন। তার পর তৃণমূলের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ও নিজের সম্পত্তি বাড়ান শামিম।

শুধু সম্পত্তি বাড়ানোই নয়, শামিম আহমেদের নামে শিবপুর থানায় একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে। এমনকী গোষ্ঠী সংঘর্ষ লাগানোর জন্য এনআইএ-র কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। এর আগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলও খেটেছে শামিম। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার পুলিশের কাছে খবর আসে শিবপুরের শীল বস্তিতে শামিম আহমেদের ফ্ল্যাটের ছাদে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কিছু দুষ্কৃতীকে জড়ো করেছে শামিম। খবর পেয়েই বিশাল পুলিশ বাহিনী শামিম আহমেদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখে সেখানে তালা দেওয়া। তখন পুলিশ সিঁড়ি বেয়ে শামিমের ফ্ল্যাটের ছাদে ওঠে। ছাদের বন্ধ দরজা ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই পুলিশ দেখতে পায় ওই আবাসনের তিন তলা ও চার তলা দু'টি ফ্লোরে শামিম থাকে। আর ওই দু'টি ফ্লোরে ফ্ল্যাটগুলির দরজা ভাঙতেই পুলিশ দেখতে পায় বিলাসবহুল আসবাবপত্রে ঠাসা বিলাসবহুল ঘর। এছাড়া ছাদে রয়েছে সাজানো বাগান। এমনকী অপর একটি ফ্ল্যাটের ছাদে ছাগলের চাষ করে রেখেছে শামিম! পুলিশ আরও দেখতে পায় পাশের ফ্ল্যাটের ওই ছাদে প্রচুর ছাগল বাঁধা। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফ্ল্যাটের ছাদে ছাগলের চাষ কীভাবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, অস্ত্র আইন, দাঙ্গা লাগানোর মতো মামলা শামিম আহমেদের বিরুদ্ধে রয়েছে। একবার এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিল শামিম। এই প্রসঙ্গে শিবপুরে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি সিকান্দার খান বললেন, ''৩৪ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডন এই শামিম আহমেদ। এলাকায় পোর্ট ট্রাস্টের জমি দখল থেকে শুরু করে নানারকম বেআইনি কাজ বিশেষত আবাসন তৈরির জন্য জমি দখল, তোলাবাজি ও এলাকা দখল সবই করেছে শামিম। এলাকায় নানা অসামাজিক কাজ করেছে। আমাদের মারধর এমনকী খুন করার চেষ্টাও করেছে।''

(৪ পাতার পর)

সকাল ১০:১৫-তেই হাজিরা বাধ্যতামূলক, ৫:১৫-এর আগে বেরোনো নিষেধ! সরকারি কর্মীদের জন্যে জারি বিজ্ঞপ্তি

গিয়েছিল। বাম আমলে সরকারি কাজের গতি নিয়ে জনমানসে যে 'আঠেরো মাসে বছর' ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আমলে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়লেও ছুটির সংখ্যা ও সময় ব্যবস্থাপনা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছিল।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই কর্মসংস্কৃতিকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়েই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। একাধিক দপ্তরে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময় ধরে উপস্থিতি নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। সূত্রের খবর, এই নিয়ম দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নির্দেশ কার্যকর হলে সরকারি দপ্তরের কাজের গতি বাড়তে পারে। তবে কর্মীদের মধ্যে এই কড়াকড়ি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, সেটাই এখন দেখার।

সিনেমার খবর

সেন্সর বোর্ডে আটকে গেল সঞ্জয়ের 'আখরি সওয়াল'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না সঞ্জয় দত্তের। এবার সমস্যার বেড়াজালে তার আসন্ন ছবি 'আখরি সওয়াল'। হনুমান জয়ন্তীতে প্রকাশ্যে এসেছিল সিনেমার টিজার। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।

তবে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার এক সপ্তাহ আগে এর ট্রেলার মুক্তির জন্য সেন্সরের অনুমোদন মেলেনি। আগামী শুক্রবার (৮মে) 'আখরি সওয়াল' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত সঞ্জয় দত্তের 'আখরি সওয়াল' ছবির ট্রেলার এখনও মুক্তি পায়নি, যদিও ছবিটি আগামী ৮ই মে অর্থাৎ মাত্র এক সপ্তাহ পরেই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

দেশটির বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবির ট্রেলারটি বর্তমানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-এর ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে।

চলচ্চিত্র জগতের সূত্র অনুযায়ী, নির্মাতারা বেশ কয়েকদিন আগেই বোর্ডে ট্রেলারটি জমা দিয়েছেন, কিন্তু এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। সাধারণত ট্রেলারের ছাড়পত্র প্রক্রিয়া তিন কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

সিবিএফসি-এর তরফ থেকে কোনো স্পষ্ট ধারণা না পাওয়া 'আখরি

সওয়াল'-এর নির্মাতারা এখনও ট্রেলারটি মুক্তি দিতে পারছেন না। ট্রেলারটি দুবার সংশোধন করে পুনরায় জমা দেওয়া সত্ত্বেও এই বিলম্ব হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোর্ড এখনও নির্মাতাদের কোনো চূড়ান্ত মতামত জানায়নি। এমন পরিস্থিতিতে ছবিটির মুক্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

অভিজিৎ মোহন ওয়ারং পরিচালিত 'আখরি সওয়াল' একটি কোর্টরুম ড্রামা, যা আরএসএস-এর শতবর্ষব্যাপী ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এর আগে গত ২০ এপ্রিল প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রটি সেন্সরের অনুমোদনের জন্য বোর্ডে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং এর প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল ২৭শে এপ্রিল। নিয়ম অনুযায়ী, প্রদর্শনীর সময় নির্ধারণ করতে সময় লাগতে পারে, কারণ বোর্ড সদস্যদের জানাতে হয় এবং উভয়ের জন্য সুবিধাজনক একটি সময় ঠিক করতে হয়। যদিও নির্মাতারা ইতোমধ্যেই চলচ্চিত্রটির ফার্স্ট লুক এবং একটি অফিসিয়াল টিজার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ট্রেলার বা চলচ্চিত্রটি এখনও পর্যন্ত ছাড়পত্র পায়নি।

সঞ্জয় দত্তের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন নামাশি চক্রবর্তী, নীতু চন্দ্র, ত্রিধা চৌধুরী, মৃণাল কুলকার্নি, সমীরা রেড্ডিসহ আরও অনেকে। এর মধ্যে এই অভিনেতা তার পরবর্তী ছবি 'খলনায়ক'-এর সিক্যুয়েলের কথা ঘোষণা করেছেন। গত ২৪ এপ্রিল প্রথম লুক প্রকাশ্যে আসতেই ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রিয়দর্শনের হাত ধরেই ফের হিটের দেখা পেলেন অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বক্স অফিসে আবারও সাফল্যের মুখ দেখলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। দীর্ঘ ১৪ বছর পর পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে জুটি বেঁধে করা ছবি 'ভূত বাংলা' দিয়ে হিটের দেখা পেলেন তিনি।

হরর-কমেডি ঘরানার এ সিনেমা মুক্তির প্রথম দিনেই ভারতে প্রায় ১৫ কোটি রুপি আয় করে, যা সাম্প্রতিক সময়ে অক্ষয়ের সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা ওপেনিং। অক্ষয়ের সাম্প্রতিক ফ্লপ 'সরফিরা' ও 'বড় মিঞা ছোটে মিঞা' যেখানে প্রথম দিনেই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে 'ভূত বাংলা' নতুন করে আশার আলো দেখিয়েছে।

এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির আয় প্রায় ১৯৯ কোটি রুপি। ভারতের বাজারে আয় ১২০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। সিনেমাটি তৈরিতে ব্যায় হয়েছে প্রায় ১২০ কোটি রুপি। এর বড় অংশই ব্যয় হয়েছে অভিনেতাদের পারিশ্রমিকে।

প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা অক্ষয় কুমার নিয়েছেন প্রায় ৫০ কোটি রুপি, যা তার স্বাভাবিক পারিশ্রমিকের তুলনায় কিছুটা কম। সাধারণত তিনি ৬০ থেকে ১৪০ কোটি রুপি পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন বলে জানা যায়।

অন্যদিকে টাবু পেয়েছেন ২.৫ কোটি রুপি, ওয়ামিকা গাব্বি পেয়েছেন ৩ কোটি রুপি এবং পরেশ রাওয়াল পেয়েছেন ২ কোটি রুপি। প্রয়াত অভিনেতা আসরানিও প্রায় ২ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, যা তার শেষ চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এছাড়া রাজপাল যাদব পেয়েছেন ১ কোটি রুপি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিনেমাটির মোট বাজেটের প্রায় ৪২ শতাংশই অভিনেতাদের পারিশ্রমিকে ব্যয় হয়েছে। প্রচারণার জন্য আলাদা করে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৩০ কোটি রুপি।

বিশ্লেষকদের মতে, মাল্টিপ্লেক্সের পাশাপাশি সিঙ্গল স্ক্রিনেও সিনেমাটির ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, যা বক্স অফিসে স্থায়ী সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অক্ষয় কুমারের আসন্ন সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল', 'হাইওয়ান' এবং বহুল প্রতীক্ষিত 'হেরা ফেরি ৩'।

বেবি বাম্প নিয়ে শুটিং সেটে দীপিকা, সঙ্গী 'কিং' শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় থাকা বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ফের সংবাদের শিরোনামে। এবার কোনো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্য নয়, বরং কাজের জন্য সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে ক্যামেরাবন্দি হলেন এই অভিনেত্রী। শাহরুখ খানের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'কিং'-এর সেটে সম্প্রতি দেখা গেল তাকে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দীপিকা তার সেই চিরচেনা ভুবনজয়ী হাসি নিয়ে সেটে উপস্থিত হয়েছেন। পরনে ছিল ঢিলেঢালা আরামদায়ক পোশাক, অন্যদিকে শাহরুখ খানকে দেখা গেছে নীল স্ট্রাইপড শার্ট আর সানগ্লাসে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। জানা গেছে, সেখানে একটি বিশেষ গানের দৃশ্যের শুটিং করছেন এই তারকা জুটি।

ইন্টারনেটে ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মাঝে উন্মাদনা তুঙ্গে। ভক্তদের কেউ কেউ দীপিকার অসামান্য সৌন্দর্যের প্রশংসা করছেন, আবার কেউ ৬০ বছর বয়সেও শাহরুখের সতেজ লুক দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে

রেডডিট ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে এই জুটিকে নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। কেউ বলছেন, পর্দায় দীপিকার উপস্থিতি সব সময়ই অন্য সবার থেকে আলাদা, আবার কারোর মতে এই সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্যে শাহরুখের লুক আগের সব রেকর্ড ভেঙে দেবে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই দীপিকা এই সিনেমার কাজ শুরু করেছেন। গত বছর শাহরুখের সঙ্গে একটি আবেগঘন ছবি শেয়ার করে তিনি এই প্রজেক্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। 'ওম শান্তি ওম' থেকে শুরু করে 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', 'পাঠান' ও 'জাওয়ান'-এর পর এটি শাহরুখ-দীপিকা জুটির ষষ্ঠ সিনেমা। দীপিকা তার পোস্টে লিখেছিলেন, ১৮ বছর আগে শাহরুখ তাকে শিখিয়েছিলেন বক্স অফিস সাফল্যের চেয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই শিক্ষা আজও তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন বলেই পুনরায় তাদের এই পুনর্মিলন।

মাঝখানে শোনা গিয়েছিল যে দীর্ঘ কর্মঘণ্টার ধকল এড়াতে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' এবং 'কাল্কি ২' থেকে দীপিকা সরে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু 'কিং' সিনেমার প্রতি তার দায়বদ্ধতা অটুট রয়েছে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই অ্যাকশন ড্রামাটি স্টাইল এবং কাহিনির এক দারুণ মিশ্রণ হতে চলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট ও মারফ্লিক্স পিকচার্সের ব্যানারে নির্মিত এই ছবিতে শাহরুখ-দীপিকা ছাড়াও অভিনয় করছেন সুহানা খান ও অভিষেক বচ্চন।

সব মিলিয়ে কেপটাউনের এই শুটিং সেট থেকে আসা ঝলক ভক্তদের প্রত্যাশাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিশোধ নিল দিল্লি ক্যাপিটালস, টানা ৪ ম্যাচ হেরে চাপে পাঞ্জাব কিংস!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এ কী হচ্ছে পাঞ্জাব কিংসের ? প্রথমে টানা ৬ ম্যাচে জয়, তারপর এখন টানা ৪ ম্যাচে হার, পাঞ্জাব কিংসের আইপিএল যাত্রা যেন সত্যিই চমক দেখাচ্ছে দর্শকদের। এই দিল্লির বিরুদ্ধেই আইপিএলের গত সাক্ষাতে ২৬৪ রান তাড়া করে জিতেছিল পাঞ্জাব কিংস। গতকাল এই পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জিতে নিজেদের 'রিভেঞ্জ' নিল দিল্লি। ফলত, এই আইপিএলের শেষ চারের রাস্তা এখন ৭ দলের জন্যই খোলা। দিল্লির কাছেও সুযোগ রয়েছে নিজেদের শেষ চারে দেখতে পাওয়ার।

সোমবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। শুরু থেকেই ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিং করতে শুরু করেন প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং। ৩ ওভারের মধ্যেই ৫০ রান তুলে ফেলে দিল্লি। সপ্তম ওভারের মাথায় প্রিয়াংশ (৫৬) আউট হওয়ার সময় পাঞ্জাবের স্কোর ৭৮/১। কুপার কনোলি করলেন ৩৮। প্রভসিমরন ১৮ রানের মাথায় আউট হয়ে যান। মার্কাস স্টোইনিস, শশাঙ্ক সিংরা ব্যর্থ। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৫৯) ও সুর্যাংশর ৮ বলে ২১ রানের ইনিংসের বদান্যতায় ২০ ওভারে ২১০ রান তোলে পাঞ্জাব। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন মাধব তিওয়ারি ও মিচেল স্টার্ক।

জবাবে ব্যাটে নেমে প্রথম ৫ ওভারের মধ্যেই অভিষেক পোড়েল (৫), কে এল রাহুল (৯), সাহিল পরাখের (১৩) উইকেট হারিয়ে ফেলে দিল্লি। ৩৩ রানের মধ্যেই ৩ উইকেট চলে যায় তাঁদের। সেখান থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল ও ডেভিড মিলার। ৩০ বলে ৫৬ রান করে আউট হন অক্ষর। ২৮ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেললেন মিলার। ১০ বলে ২৪ রানের দুরন্ত একটি ক্যামিও ইনিংস খেললেন আশুতোষ শর্মা। শেষে আকিব নবির একটি চার ও একটি ছক্কাই ম্যাচ জিতিয়ে দেয় দিল্লিকে। ১ ওভার বাকি থাকতেই ৭ উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান তুলে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন অক্ষররা।

এই টানা হারের ফলে পাঞ্জাবের কাছে এখন লড়াই বেশ কঠিন। বাকি থাকা ৩ ম্যাচের মধ্যে অন্তত ২ ম্যাচে পাঞ্জাবকে জিততেই হবে। দিল্লির কাছে শুধু সব ম্যাচ জিতলেই হবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের ফলের দিকেও। এই মুহূর্তে প্রথম ৩ দলের পয়েন্ট ১৪। একমাত্র পাঞ্জাবের পয়েন্ট ১৩, কারণ কেকেআর ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। ভগবান না করুন, এই ১ পয়েন্টের জন্যই নাহয় এই আইপিএল থেকে বিদায় ঘটে যায় শ্রেয়সের দলের, তাহলে অপেক্ষা আরও বাড়বে প্রীতি জিন্টার ছেলেদের।

বিশ্বকাপে খেলবেন ওচোয়া, নামলেই বিশ্বরেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপে খেলার ঘোষণা দিয়েছেন গুইলার্মো ওচোয়া। ২০২৬ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরে যাবেন এই কিংবদন্তি গোলকিপার।

৪১ বছর বয়সী এই তারকা বৃহস্পতিবার জানান, বিশ্বকাপের পর জাতীয় দলের পাশাপাশি সব ধরনের ফুটবল থেকেও বিদায় নিতে পারেন তিনি।

এবারের বিশ্বকাপে ডাক পেলে এক অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করবেন ওচোয়া। ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ দলে থেকে তিনি নাম লেখাবেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মতো মহাতারকাদের পাশে।

মেক্সিকোর হয়ে এর আগে আন্তোনিও কারভাহাল, রাফায়েল মার্কেজ ও আন্দ্রেস গুয়ার্দাদো পাঁচটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। এবারের বিশ্বকাপে নামলে প্রথম গোলকিপার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে খেলার নজির গড়বেন ওচোয়া। বর্তমানে সাইপ্রাসের ক্লাব এএল লিমানসোল এফসিতে খেলেন ওচোয়া। মেক্সিকান টেলিভিশন চ্যানেল টিইউডিএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ' বিশ্বকাপের পর অবসরে যাব। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সবসময়ই কঠিন। তবে আমি দীর্ঘ সময় ফুটবল উপভোগ করেছি বলে আমার জন্য এটি খুব বেশি কষ্টের হবে না। একটা সময় শরীর ও মন বলে দেয় আপনি নিজের সেরাটা দিয়ে ফেলেছেন। আমি খুব শান্ত মনেই বিদায় নিতে চাই।'

মেক্সিকো কোচ হাভিয়ের আগুইরে সম্প্রতি যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছেন, সেখানে মেক্সিকান লিগের দুই গোলকিপারকে রাখা হয়েছে। তৃতীয় গোলকিপার হিসেবে ওচোয়ার জন্য জায়গাটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত তিন বিশ্বকাপে গোলবারের নিচে মেক্সিকোর প্রথম পছন্দের থাকলেও এবার রাউল রাঙ্গেলের ব্যাকআপ হিসেবে দেখা যেতে পারে ওচোয়াকে। সবশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে মেক্সিকোর জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন এই গোলকিপার। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মেক্সিকো। ঘরের মাঠের এই টুর্নামেন্ট দিয়েই নিজের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানতে যাচ্ছেন ওচোয়া।

মালিক হয়ে কর্নেয়াকে স্বপ্ন দেখালেন মেসি

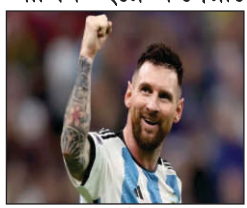

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে এসে নতুন ভূমিকায় নাম লিখিয়েছেন মেসি। এবার খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ক্লাব মালিক হিসেবেও যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। স্পেনের কাতালান ক্লাব কিনে নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো দলটির ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

একটি ভিডিও বার্তায় মেসি জানান, ক্লাবটিকে বড় করে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, নতুন এই প্রকল্প নিয়ে তিনি ভীষণ উৎসাহী এবং সবসময় দলটির পাশে থাকবেন। খেলোয়াড়দের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নিয়মিত খোঁজ রাখার কথাও জানান তিনি।

কাতালুনিয়ার বাইশ ইয়োব্রেগাত অঞ্চলের ক্লাব কর্নেয়া তাদের শক্তিশালী একাডেমির জন্য পরিচিত। এখান থেকেই উঠে এসেছেন জর্দি আলবা, জেরার্ড মার্টিন ও ডেভিড রায়ার মতো তারকারা।

বর্তমানে দলটি খেলছে তেরসেরা ফেদেরাসিওনে এবং ইতিমধ্যে সেগুন্দা ফেদেরাসিওনে ওঠার বাছাই পর্ব নিশ্চিত করেছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মেসির বার্তা খেলোয়াড়দের বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মেসির আগমন তাদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাবের পারফরম্যান্স উন্নয়ন, কাঠামোগত শক্তিশালীকরণ এবং তরুণ প্রতিভা বিকাশেই গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এখন দেখার বিষয় মেসির দিকনির্দেশনা ও সমর্থন কতটা কাজে লাগিয়ে কর্নেয়া স্প্যানিশ ফুটবলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR